প্রথম আলো

তারিখ ... 9 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ...

খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

# ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনায় বহিষ্কার ২০

খুলনা অফিস ●

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত অভিযোগে পাঁচ ছাত্রকে আজীবন ও ১৫ ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এর মধ্যে ১০ জন ছাত্রলীগের কর্মী।

ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ওই ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির সদস্যরা এক মাস পাঁচ দিন পর গতকাল বুধবার প্রতিবেদন জমা দেন। এরপর বেলা ১১টা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত সভা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। সভায় মোট ২০ ছাত্রকে বহিষ্কার, ১৪ ছাত্রকে জরিমানা ও আট ছাত্রকে সতর্ক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা কমিটির সদস্যসচিব ও ভারপ্রাপ্ত ছাত্রকল্যাণ পরিচালক শেখ হারুনার রশিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, সভায় ক্যাম্পাসে ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি ১২ ফেব্রুয়ারি হল খোলা এবং পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আজীবন বহিষ্কৃত ছাত্ররা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই) বিভাগের চতুর্থ বর্ষের মো. রায়হান তাহসিন হক, ইলেকট্রনিক ও কমিউনিকেশন (ইসি) বিভাগের

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

# ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনায় বহিষ্কার ২০

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রথম বর্ষের এ এস এম মহিউদ্দিন (তন্ত), তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের এফ এম জুবায়ের সিরাজ, একই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের মো. রবিউল হাসান, যন্ত্রকৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের মো. সাইফুল্লাহ আল-মামুন। এর মধ্যে প্রথম তিনজন ছাত্রলীগের কর্মী। শেষের দুজন সাধারণ ছাত্র।

দুই বছরের জন্য বহিষ্কার হওয়া চার ছাত্র হলেন কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের আবদুল্লাহ আল হাদী, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (এমই) মুফাচ্ছের হুদা, ওভজিৎ বটব্যাল ও আবদুর রহিম। তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ও মুফাচ্ছের ছাত্রলীগের কর্মী। ওভজিৎ ছাত্রলীগের হামলায় আহত সাধারণ ছাত্র।

এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে ছয় ছাত্রকে। তাঁরা হলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) বিভাগের নেহাল ফাইয়াজ ও নাজমুল হক, তানজিম জামান শেখ, সফিউদ্দিন মোহম্মদ তারেক, সত্যজিৎ দাস ও দুর্জয় দাস। তাঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন ছাত্রলীগের কর্মী।

ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার হওয়া পাঁচ ছাত্র হলেন ছাত্রলীগের কর্মী নাজমুল আহসান ও আশিক রসুল এবং সাধারণ ছাত্র আহমেদ পাশা ফয়সাল, মুসফিক আলম ও মুসফিক উর জামান।

দুই বছর বহিষ্কারের শাস্তি পাওয়া ওভজিৎ বটব্যাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার নামে অভিযোগ করা হয়েছে, আমি হলে তালা লাগিয়েছি। কিন্তু সে সময় আমি হলে ছিলাম না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় আমাকে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর যারা অন্যায় করল, তারা স্বল্প মেয়াদি সাজা পেল।'

আজীবন বহিষ্কার হওয়া ছাত্রলীগের কর্মী এস এম জুবায়ের সিরাজ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার মনে হয়, স্যাররা একটু বেশি শাস্তি দিয়েছেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয় শাস্তিশৃঙ্খলা কমিটির কাছে আবেদন করব বিষয়টি পুনরায় তদন্ত করার জন্য।'

খাবারের টাকা আত্মসাতের ঘটনায় গত ১ জানুয়ারি দিবাগত রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের বাগবিতণ্ডা হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পরদিন ছাত্রলীগের কর্মীরা বহিরাগতদের নিয়ে ওই হলের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান। এর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনসহ বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

এ ঘটনা তদন্তে ৩ জানুয়ারি পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মো. কেরামত আলীকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়।

অন্যদিকে ভাঙচুর ও হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগের নেতা এস এম জুবায়ের ও খান জাহান আলী খানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল হাই বাদী হয়ে দুটি পৃথক মামলা করেন। ছাত্রলীগের নেতার করা মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মো. আরিফ হোসেনসহ চার জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্রসহ ৬০ জনকে আসামি করা হয়।